পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ
কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ
নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে
মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন
রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব
তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর
সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর
এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন
প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"
—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

পাক্ষিক আহ্‌মদী

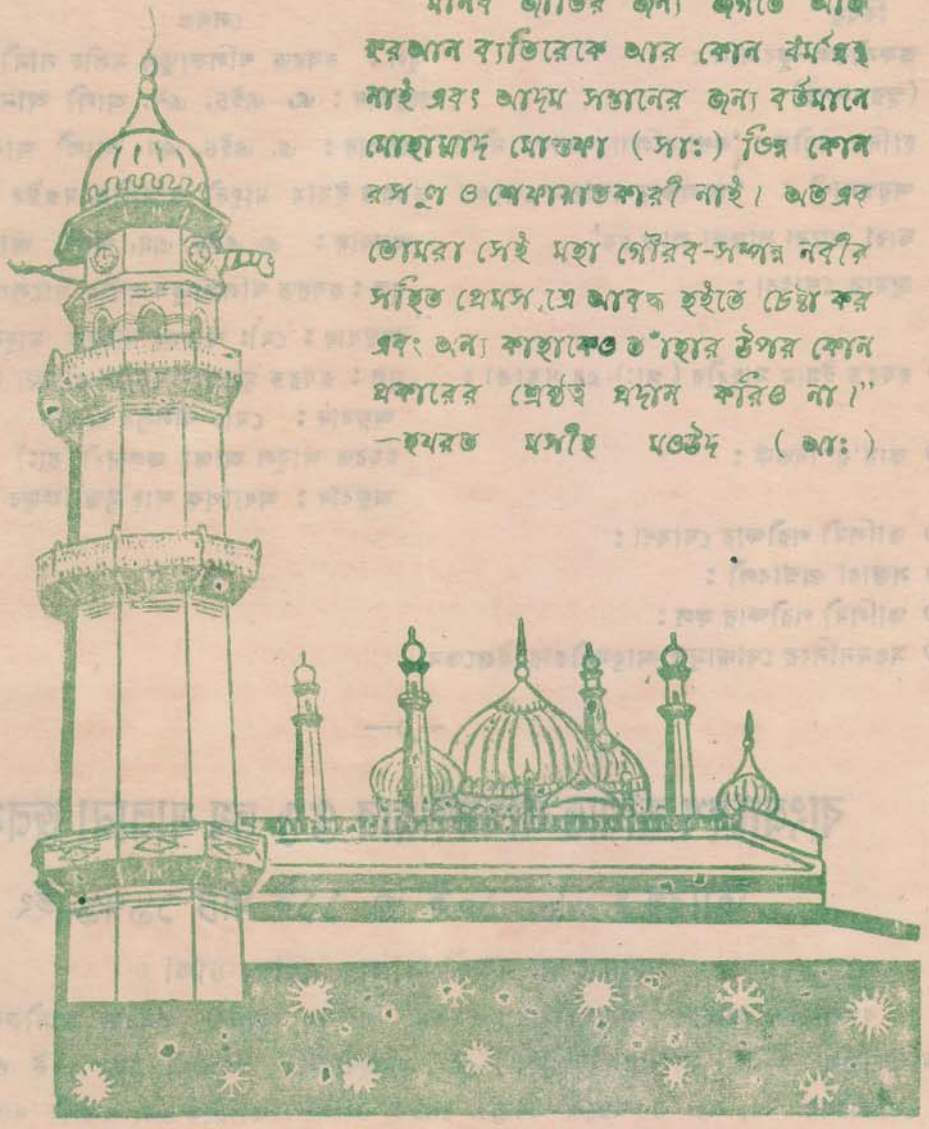

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩২শ বর্ষ : ১৮শ সংখ্যা

১৭ই মাঘ, ১৩৮৫ বাংলা : ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৭৯ ইং : ২রা রবিউল আউয়াল, ১৩৯৯ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক ৩১শে জানুয়ারী ৩২শ বর্ষ
আহ্‌মদী ১৯৭৯ ইং ১৮শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
০ তফসীরুল-কুরআন : (সূরা নসর)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	১
০ হাদিস শরীফ : 'কথা বলিবার আদব নীতি	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৩
০ অমৃতবাণী : 'সফলতায় খোদার শোকর দ্বারা আরো সাফল্য লাভ হয়'	হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৫
০ জুমার খোৎবা :	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৭
০ হযরত ইমাম মাহ্‌দীর (আঃ)-এর সত্যতা :	মূল : হযরত মুসলেহ্ মওউদ খলিফা সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোঃ খলিলুর রহমান	৯
০ কায়'রা বিতর্ক :	হযরত আবুল আতা জলন্দরী (রাঃ) অনুবাদ : অধ্যাপক শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান	১২
০ তালিমী পরীক্ষার ঘোষণা :		১৫
০ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী :		১৬
০ তালিমী পরীক্ষার ফল :		২০
০ ময়মনসিংহ খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার ইজতেমা		২২

—০—

বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার ৫৬ তম সালানা জলসা

তারিখ : ৯, ১০ই ও ১১ই মার্চ ১৯৭৯ ইং

স্থান : ৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা।

বাংলাদেশ জামাত আহ্‌মদীয়ার ৫৬তম বার্ষিক জলসা হযরত আমীরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর মনজুরীক্রমে আগামী ৯ই, ১০ই ও ১১ই মার্চ (মোতাবেক ২১, ২৫ ও ২৬শে ফাল্গুন ১৩৮৫ বাংলা) তারিখে ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা, দারুত তবলীগে কেন্দ্রীয় আহ্‌মদীয়া মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হইবে, ইনশাআল্লাহ্। মরকজ হইতে বুজুর্গানের শুভাগমনের আশা করা যাইতেছে। জলসার সার্বিক কামিয়াবীর জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী খাসভাবে দোওয়া করিবেন। জলসার চাঁদার জন্য প্রত্যেক জামাত ও ব্যক্তি বিশেষের নিকট কেন্দ্রীয় জলসা কমিটির পক্ষ হইতে পত্র দেওয়া হইয়াছে। তদনুযায়ী প্রত্যেক জামাত এবং ভ্রাতা ও ভগ্নী ধার্যকৃত চাঁদা সত্বর কেন্দ্রে প্রেরণ করিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ রহমত ও বরকতের উত্তরাধিকারী হউন। (আমিন)

بسم الله الرحمن الرحيم   نحمده ونصلي على رسوله الكريم   وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩২ বর্ষ : ১৮শ সংখ্যা

১৭ ই মাঘ, ১৩৮৫ বাংলা : ৩১ই জানুয়ারী, ১৯৭৯ ইং : ২রা রবিউল আউয়াল ১৩৯৯ হিজরী

'তফসীরে কোরআন'—

সুরা নসর

[মুহতরম আমীর সাহেব বাংলাদেশ আঞ্জুমনে আহ্‌মদীয়া লিখিত সুরা কাওসার-এর তফসীর যাহা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছিল না পাওয়ায় হযরত আমীরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ্ সানী আল-মুসলেহুল মওউদ রাযিয়াল্লাহু-তায়ালা আনহু লিখিত তদীয় শেষ ও সংক্ষিপ্ত "তফসীরে সাগীর" হইতে এই সংখ্যায় সুরা "কাওসার"-এর বিষয় সম্প‍ৃক্ত—'সম্পূর্ণ এক সুরা' —"সুরা নসরের" তফসীর সহ অনুবাদ প্রদত্ত হইল] —সম্পাদক আহ্‌মদী,

بسم الله الرحمن الرحيم ٥ اذا جاء نصر الله والفتح ٥ ورأيت
الناس يدخلون في دين الله افواجا ٥ فسبح بحمد ربك واستغفره
انه كان توابا ٥

'সুরা নসর', মদীনায় অবতীর্ণ, 'বিস্‌মিল্লাহ্' সমেত ইহার চার আয়াত।

১। আমি আল্লাহ্‌র নাম লইয়া (যিনি) অসীম কৃপাময় দাতা এবং বার বার দয়াকারী (পাঠ আরম্ভ করিতেছি)।

২। যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য এবং পূর্ণ বিজয় (কামেল গাল্‌বা) উপস্থিত হইবে,

৩। এবং তুমি ইহার লক্ষণ দেখিতে পাইবে যে, আল্লাহ্-তায়ালার ধর্মে মানুষ দলে দলে প্রবেশ করিতেছে—

৪। তখন তুমি তোমার 'রাব্বের'-এর ('রাব্ব্' অর্থ : স্রষ্টা, পালনকর্তা, ক্রমঃ উন্নতি ও পরিণতি দাতা, প্রভু—অনুবাদক) প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণায় মশগুল থাকিবে এবং মুসলমানগণের 'তরবিয়ত'—তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও গড়নে যে সকল ত্রুটি হওয়ার সম্ভাবনা, তজ্জন্য সেই (খোদার) নিকট আবরণ (রক্ষণাবেক্ষণ) দানের জন্য দোওয়া করিবে। নিশ্চয় তিনি তাঁহার বান্দার (ভক্তের) দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপস্থিত হন।

নোট :—

৫। এই সুরার সংযোগ 'সুরা কাওসার'-এর সহিত সাবিত হয়। কারণ 'সুরা কাওসারে'ও এই ওয়দা, এই প্রতিশ্রুতিই ছিল যে, আধ্যাত্মিক—রুহানী মানুষ ব্যাপক সংখ্যায় তোমার উম্মতে পয়দা হইবে। এই সুরাতেও ইহাই বলা হইয়াছে যে, মানুষ আল্লাহ্‌র ধর্মে দলে

দলে দাখিল হইবে। সুতরাং এই আয়াত স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া দিয়াছে যে, এই সুরার সম্পর্ক সুরা কাওসার-এর সঙ্গে আছে।

তাও-ওয়াব' অর্থ 'তওবা গ্রহণকারী' ছাড়া—যাহা রসুল করীম স'ল্লা'ল্লা'হু আলাইহে ওয়া সাল্লা'মে' প্রতি প্রযোজ্য হওয়ার নয়,—'বার বার দয়াকারী"ও হয়। এবং সেই অর্থই আমরা করিয়াছি।" 'তাজুল-ওরুস' দ্রষ্টব্য।

সংশ্লিষ্ট দোওয়া মাসুরা

হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাজিয়াল্লাহুতায়ালা আনহা বলেন যে এই সুরাহ নাজিল হওয়ার পর হইতে রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কোনো নামাজ পড়েন নাই, যাহাতে তিনি এই দোওয়া অনেক অনেক করেন নাই:—

سبحانك ربنا و بحمدك اللهم اغفرلى (بخارى كتاب التفسير)

"সুবাহানাকা রাব্বানা ও বি-হামদেকা আল্লাহুম্ম'গফের লী।"

অনুবাদ: পরওয়ার্দিগার 'রাব্ব' আমাদের, তুমি পবিত্র, আমরা তোমার হামদ (প্রশংসা স্তুতি করি, তোমার শোকর করি)। আল্লাহ! তুমি আমার মাগফেরাত কর—ত্রুটি ক্ষমা কর।" [বুখারী কেতাবুৎ-তফসীর—সুরা ইযা যায়া নাসরুল্লা'হ ওয়াল ফাতহ্।]

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাকিদ করিয়াছেন যে, কেহ এমন কোনো মজলিসে বসা থাকিলে যেখানে বাজে কথা বার্তা হয়, সেখানে হইতে উঠিবার পূর্বে দোওয়া করিবে:—

"সুবাহানাকা আল্লাহুম্মা ও বে-হামদেকা আশহা'দু আল-লা ইলাহা ইল্লা-আনতা আস্তাগফেরুকা ওয়া আ'তুবু ইলাইকা।"

অর্থ—আল্লাহ্ আমার, তুমি পবিত্র। তোমার হামদ—তোমার প্রশংসাও স্তুতিসহ আমি এই সাক্ষ্য দিতেছি যে, তুমি ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ—(উপাস্য আরাধ্য অর্চনীয় বা প্রিয়তর)—নাই। তোমার নিকট 'মাগফেরাত (ক্ষমা ও পুণ্যের কৌফিক চাহিতেছি এবং (তোমাতে বিলিন হওয়ার ও তোমার জ্যোতির্বিকাশের জন্য আকুল প্রার্থনা সহ) তোমারই দিকে ঝুঁকিতেছি।" (তিরমিজি,' কিতাবদ-দাওয়াত)

ক্রোড়া আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার ৫০ তম সালানা জলসা

ক্রোড়া আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার ৫০ তম সালানা জলসা আগামী ১০ই ও ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯ইং মোতাবেক ২৭শে ও ২৮শে মাঘ, ১৩৮৫ বাংলা রোজ শনি ও রবিবার স্থানীয় আহ্‌মদীয়া মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হইবে, ইনশাআল্লাহ্।

বন্ধুগণের ব্যাপক যোগদান এবং জাত-ধর্ম-নির্বিশেষে শান্তি-প্রিয় সকল ভ্রাতার উপস্থিতি কামনা করিতেছি।

নিবেদক—

সালেহ মোহাম্মদ ভূঁইয়া
প্রেসিডেন্ট, আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়া
ক্রোড়া, জিলা—কুমিল্লা।

হাদিস শরীফ

৫৬। পানাহারের নীতি এবং মেহমান নিওয়াযি (অতিথি সেবা)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২৯২। হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "খাওয়ার মধ্য ভাগে বরকত নাযেল হয়। এজন্য কিনারা—অর্থাৎ, "এক দিক হইতে খাইবে এবং মধ্যস্থান হইতে খাইবে না।"

['তিরমিযি,' কেতাবুল আৎয়েমাহ্, বাবু কেরাহিয়াতুল-উকুল মিন্ ওসাতিৎ-তায়াম, ২:৩ পৃ:]

২৯৩। হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "তোমাদের কেহ বাম হাতে পানাহার করিবে না। কারণ, শয়তান বাম হাতে পানাহার করে "

('মুসলিম'; কেতাবুল-আশরেবাহ্ বাবু আদাবুত্তায়াম ওয়াল আশরাব, ১-২ : ২৮৬ পৃ:)

২৯৪। হযরত উমর বিন্ আবি সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহু, যিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের এক বিবির পূর্ব স্বামীর পুত্র ছিলেন, তিনি বলেন : "আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের গৃহে ছোট সময় আমি থাকিতাম। আমার হাত ক্ষুর্তির মধ্যে পেয়ালায় এদিকে সেদিকে ঘুরিত। অর্থাৎ বেসবুরী করিয়া তাড়াতাড়ি খাইতাম এবং এবং আমার সম্মুখের প্রতি খেয়াল করিতাম না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমার এই অভ্যাস দেখিয়া ফরমাইলেন :

"খাওয়ার সময় 'বিস্মিল্লাহ্' পড়িবে। ডান হাতে খাইবে। তোমার সম্মুখ হইতে খাইবে।"

(বুখারী; 'কেতাবুল আৎ-য়েমা, বাবু তাসমিয়াতা আলত্তায়ামে ওয়াল উকুলু বিল ইয়ামিন' ২ : ৮০৯ পৃ:)

২৯৫। হযরত জাবালা বিন সুহাইম রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন : "হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরের (রাযিঃ) খেলাফতের সময় এক বৎসর ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। একদা আমরা কিছু খেজুর পাইলাম। হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) আমাদের পার্শ্ব দিয়া যাইতে ছিলেন। তখন ফরমাইলেন :

একত্রে বসিয়া খাওয়ার সময় দুই খেজুর একবারে মুখে দিবে না। অর্থাৎ অধৈর্য ও লালসা প্রদর্শন করিবে না। কারণ, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরূপ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, যদি খাওয়ায় তাহার সঙ্গী ভ্রাতা ইহার অনুমতি না দেন।

['বুখারী, কেতাবুল আৎয়েমাহ বাবুল কেরানুন ফিত্তামার; ২ : ৮১৯, মুসলিম ২ : ২৯৯পৃ:]

২৯৬। হযরত কায়াব বিন মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন : "আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে দেখিয়াছি যে, তিনি সাঃ তিন আঙ্গুলি দ্বারা আহার করিতেন এবং ফারেগ হইয়া আঙ্গুল সাফ করিতেন।"

['মুসলিম; কেতাবুল আশারেবাহ, বাবু ইস্তেহ্বাবু লায়কাল আসাবেয় ২-২ : ২৯পৃ:]

২৯৭। হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু-তায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যখন তোমাদের কাহাকেও খাওয়ার দাওয়াত দেওয়া হয়, কোন নিমন্ত্রন করা হয়—তখন তাহা কবুল করিবে। রোযা রাখিয়া থাকিলে দোওয়া দিবে এবং অক্ষমতা জানাইবে। রোযাদার না হইলে, যাহা উপস্থিত হয় তাহা খুশির সহিত খাইবে।"

('মুসলিম', 'কেতাবুন-নিকাহ', বাবুল-আমর বে-ইজাবাতেদ-দায়েয়া ইলা দাওয়াহ ১-২ : ৬৪৪]

২৯৮। হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "সেই ওয়ালিমার দাওত (বিবাহের পর বর পক্ষের নিমন্ত্রন) সর্বাপেক্ষা খরাপ, যে নিমন্ত্রণে তাহাদিগকে ডাকা হয় না, যাহারা আসিতে চায় এবং উহাদিগকে ডাকা হয়, যাহারা যোগদান করিতে অস্বীকার করে এবং অহঙ্কার বশতঃ ঐরূপ দাওত হইতে আপনাকে উর্ধ্বে মনে করে।" অন্য এক রেওয়াইতে আছে "সেই ওয়ালিমার দাওত অতি খারাপ যে ওয়ালিমায় ধনীদিগকে ডাকা হয় এবং গরীব দরিদ্রকে নিমন্ত্রণ করা হয় না।" ['মুসলিম,' 'কেতাবুন নিকাহ, বাবু আমর বে-ইজতেবাতে-দায়িয়ে ইলাদ-দাওয়াহ,' ; ২-২ : ৬৪৫]

২৯৯। হযরত আবু মাস্‌উদ আল-বদরী রাযিয়াল্লাহু-তায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এক ব্যক্তি দাওত করিল এবং সাথে চারি জন যাওয়ার কথাও বলিল। যখন তিনি (সাঃ) খাওয়ার জন্য চলিলেন, তখন একজন অতিরিক্ত হইয়া পড়িল। দরোজায় পৌঁছিয়া তিনি (সাঃ) নিমন্ত্রনকারীকে বলিলেন : 'এই ষষ্ঠ ব্যক্তিও আমাদের সঙ্গ ধরিয়া আসিয়াছে যদি চাও, সে ভিতরে যাইবে। নতুবা, চলিয়া যাইবে।' নিমন্ত্রনকারী নিবেদন করিল : 'হুযুর, তিনিও আসুন এবং ভোজে শামিল হউন'।" ('মুসলিম', 'কেতাবুল্-আশরেবাহ, বাবু মা ইয়াফ-আ-যায়ফু ইযা তাবেয়াহা গায়রু মিন দায়াহু সাহেবুতায়াম, ১-২ : ২৯২ পৃঃ) (ক্রমশঃ)

('হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ)

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

সফলতায় খোদার শোকর দ্বারা আরো সাফল্য লাভ হয়।

"মুমেনের কর্তব্য সে যেন তাহার প্রতিটি সফলতায় লজ্জাবনত হয় এবং খোদা-তায়ালার 'হাম্দ'—তাঁহার প্রশংসা-গীতি করে এজন্য যে তিনি অনুগ্রহ করিয়াছেন। এই প্রকারে সে সম্মুখে অগ্রসর হয় এবং প্রত্যেক বিপদাপদে দৃঢ়পদ, 'সাবেত-কদম' থাকিয়া ইমান লাভ করে। বাহ্যতঃ এক কাফের ও মুমেনের কৃতকার্যতা একই রূপ। কিন্তু স্মরণ রাখিবে যে, কাফেরের সফলতা বিপথগামীতার পথ এবং মুমেনের সফলতা তাহার জন্য রুহানী নেমতের দরজা খোলে। কাফেরের সাফল্য এজন্য তাহাকে বিপথগামীতার দিকে লইয়া যায় যে, সে খোদার দিকে রুজু হয় না। সে তাহার পরিশ্রম, বুদ্ধি ও যোগ্যতাকে খোদার স্থান দেয়। কিন্তু মুমেন খোদার দিকে ঝুঁকে। খোদার সহিত এক নূতন পরিচয় স্থাপন করে এবং এই প্রকারে প্রত্যেক সাফল্যের পর খোদার সহিত তাহার সম্বন্ধ হয় এবং সে পরিবর্তন অনুভব করে। খোদা বলেন, "ইন্নাল্লাহা মায়াল-লাজিনা-ত্-তাকাউ"—খোদা 'তাক্ওয়া' অবলম্বীর সাথে দেন। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কুরআন শরীফে 'তাকওয়া' (تقوى) ছয় বার আসিয়াছে। ইহার অর্থ পূর্ববর্তী শব্দ দ্বারা করা হয়। এখানে 'মাআ' (مع 'সাথে') শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। খোদাকে যে অগ্রগণ্য করে, খোদা তাহাকে অগ্রগণ্য করেন।" [মলফুজাত, ১ম জেল্দ ৫৫-৫৬পৃঃ]

মসীহ মওউদ (আঃ)-এর আগমণ উদ্দেশ্য সফলের জন্য বার বার তাঁহার সংসর্গ লাভের গুরুত্ব

এখনো লোকে আমার আগমনের উদ্দেশ্য কি জানে না। আমি কি চাই? মানুষের কি হইতে হইবে? আমি যাহা চাই এবং যে জন্য খোদা-তায়ালা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন তাহা সফল হইতে পারে না, যে পর্যন্ত মানুষ এখানে বার বার না আসে, এবং আসাতে একটুও কুণ্ঠিত না হয়।

যে ব্যক্তি মনে করে যে আসা তাহার পক্ষে বোঝা অথবা ভাবে যে আসিলে সে ভারগ্রস্ত হইবে, তাহার ভয় করা উচিত, সে "শেরেক" করিতেছে। আমার ত বিশ্বাস এই যে, সারা পৃথিবী আমার পরিবারভূক্ত হইলেও খোদা-তায়ালাই আমার সব প্রয়োজন পূর্ণ করিবেন। আমার উপর কোনো বোঝা হয় না। বন্ধুগণের আসায়, থাকায় আমি বড় শান্তি পাই। উল্লেখিত "ওসওসা" দেল হইতে মুছিয়া দিন। আমি শুনিয়াছি কেহ কেহ বলেন: আমরা এখানে বসিয়া বসিয়া হজরত সাহেবকে কেন কষ্ট দিব? আমরা অকর্মন্য। এমনি বসিয়া থাকিয়া রুটী খাইব? স্মরণ রাখিতে হইবে, ইহা শয়তানি খুৎ যাহা শয়তান তাহাদের হৃদয়ে অর্পন করিয়াছে. —তাহাদের পা যেন এখানে জমিতে না পারে।" ['মলফুজাত', প্রথম জেলদ, ৪৫৬ পৃঃ]

পারস্পরিক প্রেম

"জামাতের পরস্পর ঐক্য ও মহব্বতের উপর ইতিপূর্বে অনেক বার বলিয়াছি। তোমরা ঐক্যবদ্ধ থাকিবে। ইজতেমা করিবে। একত্রিত হইবে। খোদা-তায়ালা মুসলমানদিগকে এই শিক্ষাই দিয়াছিলেন যে, তোমরা একই 'অজুদ' বা অস্তিত্ব-রূপ থাকিবে। নতুবা, ফাঁপা হইয়া পড়িবে। বায়ূশূন্য হইবে। নামাজে একে অন্যের সহিত মিলিত হইয়া দাঁড়াইবার আদেশ এই জন্যই যে, পারস্পরিক ইত্তেহাদ জন্মে। বৈদ্যুতিক শক্তি চালনার ন্যায় একের ভালটা অন্যের মধ্যে যায়। যদি অনৈক্য হয়, ঐক্য না থাকে, বেনসীব হইবে। দূর্ভাগায় পরিণত হইবে। বঞ্চিত থাকিবে। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: একে অন্যকে ভালবাসো! এক অন্যের জন্য নামাজে গায়েবানা ['লুকানো ভাবে,' 'অসাক্ষাতে' 'দূরে থাকিয়াও'] দোওয়া করিবে। যদিকেহ এইরূপ দোওয়া করে, তবে ফেরেশ্‌তা বলে: 'তোমারও এরূপই হয়'। কত উচ্চ কথা। যদি মানুষের দোওয়া কবুল না হয়, ফেরেশ্‌তার ত হয়। আমি উপদেশ দিতেছি এবং বলিতেছি যে, আপোশের মধ্যে যেন 'এখতেলাফ' অনৈক্য,—বিশৃঙ্খলা না হয়।

আমি দুই বিষয় নিয়াই আসিয়াছি। এক, খোদার তৌহিদ গ্রহণ কর। দুই, পরস্পর সহানুভূতিশীল হও। সেই আদর্শ দেখাও, যাহা অন্যের জন্য 'কিরামত' (অলৌকিকতা হয়। এই প্রমাণই ছিল, যাহা সাহাবার মধ্যে পয়দা হইয়াছিল। "কুনতুম্ আ'দা-আন্-ফা-আল্লাফা বাইনা কুলুবুকুম।" ('তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, আমরা তোমাদের হৃদয় পরস্পর গ্রন্থিত করিয়া দিলাম') স্মরণ রাখিবে, মনের মিলন ['তালিফে কুলুব'] অলৌকিকতা সাধন করে। স্মরণ রাখিবে, যে পর্যন্ত তোমাদের প্রত্যেকেই এরূপ না হইবে যে নিজের জন্য যাহা পছন্দ কর, তাহার ভাইয়ের জন্যও তাহাই কর—সে পর্যন্ত আমার জামাতভূক্ত হইবে না। সে এক আপদ, এক বিপদ। তাহার পরিণাম ভাল না।" ("মলফুজাত', দ্বিতীয় জেলদ, ৪৭-৪৮পৃ:)

অমোঘ বিধান: 'রক্ষা চাও, তবে আপন পরিবর্তন সাধন কর'

"আল্লাহ্-তায়ালা তাঁহার নিয়ম পরিবর্তন করেন না—যে সম্পর্কে তিনি যাহা নির্দিষ্ট করিয়াছেন। তিনি বলেন: 'ইন্নাল্লাহা- লা ইউগাইয়েরু মা বি-কাওমিন্ হাত্তা ইউগাইয়েরু মা বি-আন্-ফুসেহিম।" অর্থাৎ, যে পর্যন্ত কোনো জাতি তাহার অবস্থার পরিবর্তন সাধন না করে, আল্লাহ্-তায়ালাও তাহার অবস্থার পরিবর্তন করেন না।

খোদা-তায়ালা এক পরিবর্তন চান। উহা পবিত্র পরিবর্তন। যে পর্যন্ত এ পরিবর্তন না হয়, শ্রেণী-দণ্ড, শাস্তি, আজাব-ইলাহী হইতে নিষ্কৃতি নাই, অব্যাহতি নাই। ইহা খোদা-তায়ালার এক কানুন ও সুন্নত—রীতি ও বিধান। ইহাতে কোন পরিবর্তন নাই। কারণ স্বয়ং আল্লাহ্-তায়ালাই এই ফয়সালা দিয়াছেন: "ওয়া লান তাজেদা-লে সুন্নাতিল্লাহে তবদীলা"—আল্লাহ্-তায়ালার নিয়মের ব্যতিক্রম পাইবে না।" সুতরাং যে ব্যক্তি চায় যে আসমানে তাহার জন্য পরিবর্তন হয়—অর্থাৎ, সে ঐ সকল আজাব ও দুঃখ হইতে অব্যাহতি পায়, যাহা তাহার আমল'—কর্ম-ফলে তাহার জন্য পয়দা হইয়াছে, তাহার প্রথম কর্তব্য সে স্বকীয় পরিবর্তন করে। যখন সে আপন পরিবর্তন সাধন করে, তখন আল্লাহ্-তায়ালা তাঁহার ওয়াদানুযায়ী যাহা তিনি "ইন্নাল্লাহা লা ইউ-গাইয়েরু...মা বে-আনফুসেহিম"-এ করিয়াছেন, সেই আজাব ও দুঃখ বদলাইয়া দেন এবং দুঃখকে সুখে পরিণত করেন।" (মলফুজাত, ৭ম জেলদ ১৫৪পৃ:)

অনুবাদ: এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

জুমার খোৎবা

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

সকল আহমদী ও সমগ্র মানবতার জন্য নববর্ষ সর্বস্তরে মোবারক হউক ঃ 'ওক্‌ফে-জদীদ' ২২তম এবং 'দফতর আতফাল ওক্‌ফে-জদীদ' ১৪তম বর্ষ 'ঘোষণা ঃ "ওক্‌ফে জদীদ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া ভাল কাজ করিতেছে, কিন্তু বন্ধুগণের উচিত, ইহার কর্মতৎপরতায় এবং বাজেটে প্রসারতা ও ব্যাপকতার সৃষ্টি করা।"

—০—

রাবওয়া, ৫ই সুলাহ, ১৩৮৫ হিঃ শাঃ মোতাবেক ৫ই জানুয়ারী, ১৯৭৯ ইং—সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অসুস্থতা সত্বেও 'মসজিদে আকসায়' আগমন পুর্বক জুমার নামাজ পড়ান এবং জুমার খুৎবায় ওকফে-জদীদের ২২তম এবং 'দফতর আতফাল ওকফে জদীদের' ১৪তম বৎসরের ঘোষণা করেন। হুজুরের খোৎবা সংক্ষিপ্তকারে পাঠকবর্গের সমীপে পেশ করা যাইতেছে :—

হুজুর খোৎবার প্রারম্ভে বলেন যে, ইহা হিজরী শামসীর নুতন বৎসর। ১৩৫৮হিঃ শাঃ-সনের প্রথম জুমা। অতঃপর বলেন, প্রতিটি সময়ের পরিবর্তন দোওয়ার দাবী জানায়। আল্লাহ্-তায়ালা এই নব বর্ষ আমাদের জন্য মোবারক করুন এবং ইহার প্রতিটি দিনে পূর্বের তুলনায় অধিকতর বরকত ও আশিস বর্ষণ করুন। আল্লাহ্-তায়ালা সময় বা জামানাকে দিবা রাত, সপ্তাহ, মাস, বৎসর ও শতাব্দীতে বিভক্ত করিয়া আমাদের মধ্যে বিরক্তিকর একটানা ভাবকে দূর করিয়াছেন। প্রত্যেক নতুন দিন, নুতন সপ্তাহ, নুতন মাস, নুতন বৎসর এবং নুতন শতাব্দী আমাদিগকে খোদা-তায়ালার অগণিত ফজল ও কৃপা আহরণ করার উদ্দেশ্যে দোওয়ায় নিয়োজিত হওয়ার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বরকত ও আশিস লাভের সঙ্গে সঙ্গে 'খাতেমা-বিল-খায়র' বা শুভ-পরিণামের জন্য আমাদের দোওয়া করিতে থাকা উচিত। আমার পক্ষ হইতে সকল আহ্‌মদী এবং সমগ্র মানবতার জন্য ও এই নব বর্ষ মোবারক হউক, দেশের সামগ্রিক উন্নতি ও অগ্রগতির দিক দিয়াও, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নের দিক দিয়াও।

অতঃপর হুজুর বলেন, আমি প্রত্যেক সৌর হিজরী সালের প্রথম জুমার খোৎবায় ওকফে জদীদের নূতন বৎসর ঘোষণা করিয়া থাকি আজ আমি ওকফে জদীদের ২২তম এবং দফতর আতফাল ওকফে জদীদ-এর ১৪তম সালের ঘোষণা করিতেছি। ওকফে-জদীদ আমাদের জামাতী নেজামের তুলনামুলকরূপে একটি ক্ষুদ্র অংশ বা সংস্থা। হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) ইহা জারী বা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ইহার কাজে আল্লাহ-তায়ালা

বরকত দিয়াছেন এবং উহা সম্প্রসারিত হইয়াছে। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, ওকফে-জদীদের সীমিত কাজ। কিন্তু প্রত্যেক কাজ সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য কর্মী এবং অর্থের প্রয়োজন হইয়া থাকে। সুতরাং এই সংস্থাটির কর্মোদ্যম মুয়াল্লেমগণেরও প্রয়োজন রহিয়াছে এবং কর্মতৎপরতায় সম্প্রসারতার অনুপাতে ইহার জন্য অর্থ সরবরাহেরও প্রয়োজন রহিয়াছে। উক্ত উভয় প্রয়োজনকে পূর্ণ করা জামাতসমূহের দায়িত্ব ও জিম্মাদারী।

হুজুর বলেন, ওকফেজদীদের নেজাম বা ব্যবস্থা জামাতের মধ্যে তুলনামূলকরূপে ক্ষুদ্র পর্যায়ে প্রাথমিক তরবিয়ত বা শিক্ষা-দীক্ষার কর্তব্য সম্পন্ন করে। কিন্তু ইহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, এই দুনিয়া তদবীর ও কর্ম-প্রয়াসের জগৎ এবং কর্ম-প্রয়াস ও তদবীরের জগৎ অনিবার্যরূপে ধারাবাহিক ও পর্যায় ক্রমিক উন্নতি ও অগ্রগতির জগৎ হইয়া থাকে। তেমনি ভাবে ধারাবাহিক ক্রমন্নোতির গতিপথে অনিবার্যরূপে প্রাথমিক পর্যায়ের বিষয়গুলির দিকেও ততটুকু গুরুত্ব দেওয়া জরুরী হইয়া থাকে, যতটুকু গুরুত্ব বড় বড় বিষয়গুলির প্রতি দেওয়া হয়। ইসলাম বন্যকে মানুষে, মানুষকে চরিত্রবান মানুষে এবং চরিত্রবান মানুষকে খোদাযুক্ত মানুষে রূপান্তরিত করিতে আসিয়াছে। ইসলামের শিক্ষায় কোনও এরূপ ক্ষুদ্র বিষয় নাই এবং উহার আদেশ ও নির্দেশাবলিতে কোনও এরূপ ক্ষুদ্র আদেশ নাই, যাহাকে ক্ষুদ্র মনে করিয়া উপেক্ষা করা যাইতে পারে। সমগ্র আহ্কামের উপরই,—যদিও সেগুলি দৃশ্যতঃ ছোট হউক কিংবা বড়,—যথাযতরূপে আমল করা জরুরী।

এই দৃষ্টিকোণ হইতে ওকফে-জদীদের ব্যবস্থা যদিও তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র ব্যবস্থা, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অতীব জরুরী, এবং ইহা অতি উত্তম এবং কল্যাণকর কাজ সম্পাদন করিতেছে। কিন্তু ইহার উপকারিতার পরিপ্রেক্ষিতে ইহাতে সম্প্রসারতা ও ব্যপকতার সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজনীয়। জামাতসমূহ এবং বন্ধুগণের মুয়াল্লেমের সংখ্যাও বাড়ান উচিত এবং ওকফে জদীদের বাজেটও বাড়ান উচিত।

পরিশেষে হুজুর এ বিষয়ে জোর দেন যে, সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির দোওয়াও করা উচিত, আল্লাহ্-তায়ালা এই দুর্বল জামাতের উপর যে মহান দায়িত্বাবলী ন্যাস্ত করিয়াছেন, সেগুলি যথাযতভাবে সম্পাদনের সামর্থ ও তওফিক যেন তিনি তাহাদিগকে দান করেন। এই প্রসঙ্গে হুজুর বলেন, আল্লাহ্-তায়ালা যেন আপনাদিগকেও এবং আমাকেও স্বাস্থ্য দান করেন এবং সুস্থ রাখেন। আমীন [দৈনিক আল-ফজল, ৬ই জানুয়ারী, ১৯৭৯ইং]

অনুবাদ : মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ,
সদর মুরুব্বী

—০—

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

মূল : হযরত মীর্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৫৮)

ষষ্ঠ যুক্তি প্রমাণ : ঐশী সাহায্য

দ্বিতীয়ত : বাহ্যিক বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে হযরত মীর্যা সাহেবের এমন কিছু মর্যাদা ছিল কি? যা ছিল তাকে যৎসামান্যই বলা যেতে পারে। কারণ হযরত সাহেব নিকটবর্তী গৃ -শিক্ষকের কাছ থেকে লেখা-পড়া শিখেছিলেন। এরূপ শিক্ষালাভের দ্বারা কোন অবস্থাতেই তাঁকে ইসলামের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব তথা উলেমা শ্রেণীভুক্ত বলে বাহ্যিকভাবে কিছুতেই ভাবতে পারা যায় না। সুতরাং প্রার্থমিক পর্যায়ে তাঁর জন্য এমন কিছুই ছিল না যার দ্বারা পরবর্তী কালে তাঁর 'মাহদী ও মসীহ' হওয়ার দাবী এবং তদনুযায়ী সাফল্য লাভের অনুকুল ছিল।

তৃতীয়তঃ হযরত মীর্যা সাহেব কি এমন কোন বংশের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যে বংশে পীর অথবা ঐ জাতীয় ব্যক্তিত্ব বংশানুক্রমে সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বভাবিক বিষয় ছিল?—যার ফলে তথাকথিত প্রভাব-প্রতিপত্তি, পিতার কাছ থেকে সন্তান যেভাবে লাভ করে থাকে, তিনিও সেইভাবে লাভ করেছেন? ইতিহাস একথার সাক্ষী যে, তিনি গদ্দী-নশীন পীর-ফকিরের বংশে আবির্ভূত হন নাই এবং এই ধরণের সহজ-লভ্য বংশানুক্রমিক প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভের কোন সুযোগ তাঁর পক্ষে ছিল না।

চতুর্থতঃ তিনি কি কোন উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা ছিলেন অথবা কোন রাজনৈতিক নেতা? না তাও নয়।

হযরত মীর্যা সাহেব খুবই সাদা-সিদে, আত্মত্যাগী স্বভাবের মানুষ ছিলেন এবং তিনি নির্জনে থাকতেই ভালবাসতেন। তাঁর কাছে যারা আসতেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন এতিম অথবা অভাবগ্রস্ত, যাদের সঙ্গে তিনি প্রায়ই তাঁর নিজ খাবার সামগ্রী ভাগ করে খেতেন। তাঁদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি অবশ্যই ধর্মেকর্মে আগ্রহী ছিল। অর্থাৎ হযরত সাহেবের বাহ্যিকভাবে কোন জনপ্রিয়তা ছিল না, অথবা তাঁর সমর্থনে স্বাভাবিকভাবে কোন প্রচারণা বা নাম-ডাক ছিল না।

অন্যদিকে হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ সাহেব যখন হাদীসে এবং ভবিষ্যদ্বাণী সমূহে বর্ণিত আগমণকারী 'মসিহ' বলে আল্লাহ-তায়ালার নির্দেশক্রমে দাবী পেশ করেন তখনকার সাধারণ অবস্থা অত্যন্ত প্রতিকুল ছিল। এই দাবীর সঙ্গে সংগেই তাঁর প্রথম সংঘর্ষ ঘটলো উলেমা সম্প্রদায়ের সংগে যাঁরা স্বভাবতঃই তাঁর প্রবল বিরোধিতা শুরু করে দিয়েছিলেন। এই বিরোধিতার মূল কারণ এই ছিল যে, যদি হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর দাবী সাফল্য লাভ করে, তাহ'লে উলেমা সম্প্রদায়ের ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর। আর এই কারণেই আজ পর্যন্ত তাদের বিরোধিতার জের কম-বেশী চলে আসছে।

সমকালীন গদ্দীনশীন পীরগণও হযরত মীর্যা সাহেবের বিরোধিতা করেন—কারণ হযরত সাহেবের ক্রমবর্ধমান আধ্যাত্মিক প্রভাব ও প্রতিপত্তির সামনে গদ্দীনশীন পীর সম্প্রদায় তাঁদের আসন্ন অবলুপ্তির হাতছানি লক্ষ্য করে ছিলেন।

ধনিক সম্প্রদায়ও তাঁর বিরোধিতায় পশ্চাদপদ হয়নি—অন্ততঃ তারা সর্বদা তাকে পরিহার করতেই চেয়েছেন। কারণ কতকগুলো ইসলামী শিক্ষা—যেমন সরল জীবন যাপন, মানবীয় সাম্যবোধ, উদার বদান্যতা এবং নিষ্ঠার সংগে প্রাত্যহিক নামায আদায়, রোযা পালন, যাকাত এবং হজ্জ পালন—এই সকল বিষয়ে যথাযথ ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শকে হযরত মীর্যা সাহেব ব্যবহারিক জীবনে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। পার্থিব সুখ-সম্ভোগে আসক্ত কোন ধনশীল ব্যক্তির পক্ষে এই সকল বিষয় যথাযথভাবে পালন করা দরিদ্র ব্যক্তিদের তুলনায় যথেষ্ট কষ্টকর বৈ কি!

মুসলিম উলেমা সম্প্রদায় এবং উপরিল্লিখিত অন্যান্য শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও অন্যান্য ধর্মের অনুসারীগণও যেমন হিন্দু, শিখ এবং খৃষ্টানগণও তাঁর বিরোধিতা করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করেছে। কেননা হযরত সাহেবের সাফল্য মূলতঃ ইসলামেরই সাফল্য—আর ইসলামের সাফল্যের অর্থই হলো অন্যান্য ধর্মের ব্যর্থতা। তাই অন্যান্য ধর্মের সমকালীন ধারক ও বাহকগণ তথা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাঁকে—বরং তাঁর মাধ্যমে ইসলামের পুনঃজাগরণের প্রচেষ্টাকে সুনজরে দেখে নাই।

অনুরূপভাবে সমকালীন শাসক কতৃপক্ষও তাঁকে সুনজর দেখে নাই, বরং বিরোধিতাই করেছে। যে কোন ধর্মীয় সংস্কারক বা 'কামেল' ব্যক্তিত্বের আবির্ভাবকে তদানীন্তন শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্র-বিরোধী বিপ্লব, বিদ্রোহ অথবা অনুরূপ কোন বিশৃখলার পূর্বাভাষ মনে করতো। যদিও একথা সত্য যে, হযরত মীর্যা সাহেব প্রথম থেকেই সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করেছিলেন যে, সমকালীন শাসক-গোষ্ঠীর শাসন-ব্যবস্থার প্রতি নাগরিক আনুগত্য প্রদর্শনই তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ ছিল, তথাপি ইংরেজগণ তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখেছে কারণ শাসকগণ সন্দেহ পোষণ করেছিল যে, তাঁর আনুগত্য নীতির অভ্যন্তরে হয়তো বা কোন দুরভিসন্ধি নিহিত ছিল

সমকালীন জন-সাধারণও সমভাবে হযরত সাহেবের বিরোধী ছিল। বিভিন্ন ক্ষেত্রে জন-সাধারণ যাদের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল—সেই নতৃত্ব যেখানে সর্বাত্মকভাবে হযরত সাহেবের বিরোধিতায় অগ্রগামী ছিল সেই অবস্থায় জন-সাধারণও তাদের পশ্চাতেই ছিল। জন-সাধারণ তাদের চিরাচরিত বিশ্বাস এবং ধারণার ক্ষেত্রে যখনই পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে, তখনই তারা সেই পরিবর্তনকে সহজে মেনে নিতে চায় নাই—এবং বিরোধিতা করেছে। আর গণ-বিরোধিতার আগুনকে অতি সহজেই উত্তেজিত করা সম্ভব।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মসীহ ও মাহদী হওয়ার দাবীকারী হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর জন্য সমকালীন অবস্থা ও পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে বিরোধিতামূলক এবং প্রতিকূল ছিল। অর্থাৎ তাঁর সাফল্যলাভের জন্য কোন স্বাভাবিক অথবা

অনুকুল পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল না। উলেমা সম্প্রদায় তাঁর বিরুদ্ধ "কুফরের ফতোয়া" লাগাতে কার্পন্য করেন নাই। তথাকথিত সুফীশ্রেণী ভেবেছিলেন যে ভান-ভনিতার পথ ও পন্থার দিন হয়তো ফুরিয়ে আসছে এবং সেই ভয় তাঁরাও হযরত সাহেবকে সুনজরে দেখেন নাই। ধনী এবং বিত্তশালী ব্যক্তিরাও তাঁকে মহাবিপদ বলে মনে করেছে এবং তাঁর কর্ম প্রচেষ্টাকে বানচাল করার জন্য নিজ নিজ সম্পদ ও প্রভাব প্রতিপত্তি ব্যবহার করতে কার্পনা করে নাই। সাধারণ মানুষকে সহজেই তাঁর বিরুদ্ধ উত্তেজিত করা হয়েছিল যার ফলে তাঁকে প্রকাশ্যভাবে আক্রমণ করা হয়েছে, তাঁকে 'বয়কট' করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তোলা হয়েছে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয়েছে। এই সকল বিশৃঙ্খলাত্মক কাজ-কর্মে জন-সাধারণ সহজেই লিপ্ত হয়েছে তাদের নেতাদের প্ররোচনার মাধ্যমে। অন্যদিকে খৃষ্টান এবং হিন্দু নেতারা নিজ নিজ ধর্মের সমর্থনে মরিয়া হয়ে হযরত মীর্যা সাহেবের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল।

এই সকল অবস্থার মধ্যেও কেমন করে হযরত মীর্যা সাহেব মসীহ ও মাহদী রূপে আবির্ভূত হয়ে কিভাবে একটি মহান আধ্যাত্মিক আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা করেন—কিভাবে সকল বিরোধিতার ধুম্রজাল ছিন্ন করলেন—কিভাবে পদেপদে ঐশী সাহায্য ও সমর্থন লাভ করছিলেন—কিভাবে আল্লাহ্-তায়ালার অমোঘ বাণী—"লা-আগলেবান্না আনা ওয়া রুসুলী"—"আমি বিজয়ী হইব, আমিই এবং আমার রসুলগণ" হযরত মীর্যা সাহেবের সত্যতার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে—এই সকল বিষয় একত্রে বিচার-বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। একদিকে সর্বাধিক প্রতিকুল অবস্থা—অন্যদিকে হযরত সাহেবের মহা-সাফল্য, এ কথারই প্রমাণ যে, হযরত মীর্যা সাহেবের দাবী সত্যছিল। হযরত মীর্যা সাহেবের কর্মময় জীবনের কতকগুলো বিষয়ের আলোচনার প্রেক্ষিতে এখন আমরা এই যুক্তি-প্রমাণের বিশ্লেষন করে দেখবো। (ক্রমশঃ)

[দাওয়াতুল আমীর' গ্রন্থের সংক্ষেপিত ইংরেজী সংস্করণ 'Invitatiou'-এর ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদঃ মোহাম্মদ খলিলুর রহমান]

—o—

শুভ বিবাহ

২১ শে জানুয়ারী '৭৯ ইং রবিবার, ময়মনসিংহ খোদ্দামুল আহ্মদীয়া ও আনছারুল্লার ইজতেমায় জোহরের নামাজের পর আল-হাজ আহ্মদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব সিলেট জেলার অন্তর্গত সেলবরস জামাতের জনাব রুহুল আমীন সাহেবের জ্যেষ্টপুত্র এ, কে, এম নুরুল আমিন সাহেবের সঙ্গে ময়মনসিংহ জামাতের জনাব আজাহার আলী খান সাহেবের জ্যৈষ্ঠা কন্যা মোছাম্মত লুৎফুন্নিসা আরজু সাহেবার শুভ বিবাহ এক হাজার টাকা দেন মোহরানায় ঘোষণা করেন। এই বিবাহ বা-বরকত ও মোবারক হওয়ার জন্য বন্ধুগণের নিকট খাস দোওয়ার আবেদন করা যাচ্ছে। নিবেদক—মোঃ সাদেক, কায়েদ খোঃ আঃ, ময়মনসিংহ

কায়রো বিতর্ক ঃ দ্বিতীয় পর্যায়

(পূর্ব প্রকাশের পর)

—হযরত মাওলানা আবুল আতা জলন্দরী রাঃ)

সন্দেহের তিলার্ধ অবকাশ নেই যে, যীশু প্রার্থনা করেছিলেন, প্রার্থনা করেছিলেন অতি কাতরভাবে সেই ভয়াবহ ও সেই কলংকিত মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য। সেই পানপাত্র ছিল মৃত্যুর পানপাত্র। এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়: যীশুর প্রার্থনা কি মঞ্জুর হয়েছিল? যদি ইহা শোনা হয়ে থাকে এবং কবুল হয়ে থাকে, তাহলে তো অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণিত হয় যে, যীশু ক্রুশীয় মৃত্যুর কেচ্ছাটা আগাগোড়াই অলীক—মিথ্যা। আর যদি সেই প্রার্থনা কবুল নাই হয়ে থাকে, তবে তো যীশুর সত্যতাই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়ে।

"হিতোপদেশ" পুস্তকে আমরা দেখতে পাই:

"সদাপ্রভু দুষ্টদের হইতে দূরে থাকেন, কিন্তু তিনি ধার্মিকদের প্রার্থনা শোনেন"

(হিতো—১৫ : ২৯)

এটাই সত্য যে, খোদা তাঁর ক্রন্দন, তাঁর বিলাপ শুনেছিলেন,—(ইহাই খোদার নিয়ম)—এবং তিনি তাঁকে টাঙ্গান অবস্থায় অভিশপ্ত মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার করেছিলেন। ৬। ইব্রীয়ের পত্রে আছে:

"মাংসে অবস্থান কালে ইনি প্রবল আর্তনাদ ও অশ্রুপাত সহকারে তাঁহারই নিকটে প্রার্থনা ও বিনতি উৎসর্গ করিয়াছিলেন, যিনি মৃত্যু হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ এবং আপনার ভয়ভক্তির জন্য উত্তর পাইয়াছিলেন" (ইব্রীয়—৫:৭)

ইহা পূর্বাবস্থা ও প্রকৃত ঘটনার বিবরণ। ইহা প্রত্যাশিত করা আছে, হিতোপদেশে: সদাপ্রভুর ভয় আয়ু বৃদ্ধি করে, কিন্তু দুষ্টদের বৎসরগুলি হ্রাস পাইবে। (হিতো—১০ : ২৭) ঐ ভবিষ্যদ্বাণী কিছুতেই পূর্ণ হতে পারে না, যদি না আমরা স্বীকার করি যে, যীশুকে ক্রুশ থেকে—নামানো হয়েছিল জীবিত অবস্থায়। খোদার শুভ সংবাদের কারণেই যীশু এই আস্থা হারাননি যে, তিনি ক্রুশে মরতে পারেন না। কাজেই, ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় যখন যন্ত্রণা তীব্রতর হয়ে উঠছিল তখন, তিনি কেঁদে কেঁদে আর্তনাদ করে বলেছিলেন:

"এলো—ই এলো—ই লামা শাবাকতানী—ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ?"

(মার্ক—১৫ : ৩৪)

এবং তা বলেছিলেন শুধু খোদার প্রতিশ্রুতিকে স্মরণ করার জন্যেই। খোদাও তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন, এবং তিনি যীশুকে ক্রুশীয় মৃত্যু থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন। লোকেরা তাঁর মূর্চ্ছাকেই মৃত্যু ভেবে তাঁকে গাছ থেকে সরিয়ে ফেলে।

৭। সুসমাচার থেকে জানা যায় যে, যীশুকেই ইহুদীদের কবল থেকে বাঁচাবার জন্য খোদা কতকগুলি আলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়েছিলেন। এগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে পীলাতের স্ত্রীকে স্বপ্ন দেখানো। সেই স্ত্রীলোকটি স্বপ্ন দেখেন এবং তা তাঁর স্বামীকে জানান। সুসমাচারে এ ঘটনার বর্ণনা আছে :

"তিনি বিচারাসনে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন, সেই ধার্মিকের প্রতি তুমি কিছুই করিও না, কারণ অদ্য আজ স্বপ্ন তাহার জন্য অনেক দুঃখ পাইয়াছি।" (মথি—২৭ : ১৯

অতএব, খোদা-তায়ালার ডিক্রী ছিল যে, যীশু বেঁচে থাকেন। খোদার পরিকল্পনা প্রতিহত করে, কার সাধ্য ?

৮। যীশু ছিলেন ইস্রাইলের মেষপালক :

"আর তুমি—হে যিহূদা দেশের বেৎলেহেম, তুমি যিহূদার শাসকদের মধ্যে কোন ভাবেই ক্ষুদ্রতম নহ,
কারণ তোমা হইতে সেই শাসক উৎপন্ন হইবেন, যিনি আমার প্রজা ইস্রাইলকে শাসন করিবেন।" (মথি—২ : ৬)

যীশু স্বয়ং বলেছেন :

"ইস্রাইল কুলের হারান মেষ ছাড়া আর কাহারও নিকটে প্রেরিত হই নাই।" মথি—(১৫ : ২৪)

যীশু যখন আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন ইহুদীরা নির্বাসনে ছিল এবং ইস্রাইল কুলের মেষগণ হারানো অবস্থায় ছিল। তাই যীশু বলেন :

"আমার আরও অন্যান্য মেষ আছে, যারা এই ঘরের নয়, আমাকে তাদেরকেও একত্রিত করতে হবে।" ইহা সত্য যে, ইহুদীরা হিন্দুস্থান থেকে আবিসিনিয়া পর্যন্ত ছড়ানো অবস্থায় ছিল :

"আর মর্দখয়ের সমস্ত আজ্ঞানুসারে ইহুদীদেরকে, ক্ষত্রিপদেরকে, এবং হিন্দুস্থান হইতে কূশ দেশ (ইথিওপিয়া) পর্যন্ত.....ইহুদীদের অক্ষর ও ভাষানুসারে তাহাদেরকে পত্র লেখা গেল।" (ইষ্টের—৮ : ৯)

যদি যীশু ৩৩ বৎসর বয়সে ক্রুশে মারা গিয়ে থাকেন, এবং সব কিছু তখনই শেষ হয়ে গিয়ে থাকে, তবে তা হবে ভাববাদীত্ব বা নবুওতের মর্যাদা হানিরই, শামিল। সুতরাং এসব থেকে বাঁচার পথ একটাই এবং তা হলো—
যীশু ক্রুশে মারা যান নাই, এবং ক্রুশ থেকে উদ্ধার পেয়ে তিনি অন্যান্য গোত্রগুলির নিকটে তাঁর বাণী পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে সফরে বেরিয়ে পড়েন।

৯। যীশু ইহুদীদেরকে তিরস্কার করতেন :

"পৃথিবীতে যত ধার্মিক লোকের রক্তপাত হইয়া আসিতেছে—সে সমস্তই যেন তোমাদের উপরে বর্তে,—ধার্মিক হেবলের রক্তপাত হইতে বরখিয়ের পুত্র যে সখারিয়কে তোমরা মন্দিরের ও যজ্ঞবেদীর মধ্যস্থানে বধ করিয়াছিলে, তাঁহার রক্তপাত পর্যন্ত।" (মথি—২৩.৩৫)

যীশুও যদি ইহুদীদের দ্বারা নিহত হতেন, যদি রক্তপাতের দরুন মারা যেতেন, তাহলে তার উচিৎ ছিল তা উল্লেখ করা, বরং চূড়ান্ত বলে গণ্য করা। এবং সে অবস্থাতেই প্রযোজ্য হতো উপরোক্ত কথাগুলো। এক্ষেত্রে যীশুর লক্ষণীয় নীরবতা এটাই প্রমাণিত করে যে, তিনি জানতেন যে, ইহুদীদের দ্বারা ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় তিনি মারা যাবেন না, নইলে তাঁর রক্তপাতের কথাটাই স্থান পেত সর্বাগ্রে।

১০) সুসমচারগুলিতে যীশুর সুস্পষ্ট বাণীসমূহের মধ্যে শুধু তাঁর দুঃখভোগেরই বিবরণ দেওয়া আছে :—

"তদ্রূপ মনুষ্যপুত্রকেও তাহাদের হইতে দুঃখভোগ করিতে হইবে" (মথি—১৭ : ১২)

".....প্রথমে তাঁহাকে অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হইবে এবং এই কালের লোকদের কাছে অগ্রাহ্য হইতে হইবে।" (লুক—১৭ : ২)

"...আমরা দুঃখ ভোগের পুর্বে তোমার সহিত আমি নিস্তারপর্বের ভোজ ভোজন করিতে একান্তই বাঞ্ছা করিয়াছি।" (লুক—২২ : ১৫)

ক্রুশী বিদ্ধ করণের ঘটনার পরে যীশু বলেন :

"তখন তিনি তাহাদেরকে কহিলেন, হে নির্বোধেরা, এবং ভাববাদীদের কথায় বিশ্বাস স্থাপনে শিথিল চিত্তেরা, খ্রীষ্টের জন্য কি আবশ্যক ছিল না যে, তিনি এই সমস্ত দুঃখ ভোগ করেন ও আপন গৌরবে প্রবেশ করেন।" (লুক—২৪ : ২৫-২৬)

এই বিস্তারিত আলোচনায় দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে গেছে যে যীশুর জন্য ইহাই নির্ধারিত ছিল যে, তিনি অনেক দুঃখভোগ করবেন, এবং তারপর আবার নূতন জিন্দেগী শুরু করবেন, কাজেই ক্রুশীয় মৃত্যু থেকে উদ্ধার লাভও তার জন্যে নির্ধারিতই ছিল। তাঁর মৃত্যু এবং নিহত হওয়ার বর্ণনাগুলো নিতান্তই খণ্ড খণ্ড ভাবে ইতস্তঃ বিক্ষিপ্ত। যেখানে মৃত্যু বা নিহত হওয়ার উল্লেখ আছে, সেখানে বয়স অতিরঞ্জিত তবে এই দুই ধরনের বচনগুলোর মধ্যেও একটা সামঞ্জস্য বিধান করা যায়, কেননা বাইবেলে দুঃখভোগ ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাকে প্রায়ই—'মৃত্যু' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন পৌল বলেছেন :

"হে ভ্রাতৃগণ, আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে তোমাদের বিষয়ে আমার যে শ্লাঘা, তাহার দোহাই দিয়া বলিতেছি—আমি প্রতিদিন মারা যাই।" (১ করি—১৫ : ৩১)

(ক্রমশঃ)

অনুবাদ : অধ্যাপক শাহ্ মুস্তাফিজুর রহ্মান

☞ "নেক কাজে একে অন্যের প্রতিযোগিতা কর।" —আল-কুরআন

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া
তালিমী পরীক্ষা (ফেব্রুয়ারী) ১৯৭৯ইং

(১) তারিখ :—২৩শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার, অথবা ২৫শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার।

(২) নির্ধারিত বিষয় :—

(ক) "মজলিসে আনসারুল্লাহ"-এর সদস্যদের জন্য—: হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) প্রণীত "ইসলামী নীতি-দর্শন" (৬০ নম্বর) এবং "আল-অসিয়ত" (নম্বর ৪০)।

(খ) "মজলিসে লাজনা এমাউল্লাহ"-এর সদস্যদের জন্য :—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ প্রণীত—"কিশতিয়ে নূহ" (৬০ নম্বর) এবং "হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আহ্বান" পুস্তক (৪০ নম্বর)।

(গ) মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া"-এর সদস্যদের জন্য : —হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) প্রণীত 'খৃষ্টান সিরাজুদ্দীনের চারটি প্রশ্নের উত্তর' (৬০ নম্বর)। "ইসলামী ইবাদত" পুস্তক- (৪০ নম্বর)।

(ঘ) "মজলিসে আতফালুল আহমদীয়া" ও "মজলীসে নাসেরাতুল আহমদীয়া"-এর জন্য :— হযরত মসীহ মওউদ (আঃ প্রণীত "আমাদের শিক্ষা" পুস্তক (৬০ নম্বর) এবং হযরত মীর্যা বশীরউদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) প্রণীত "আহ্‌মদীয়াতের পয়গাম' (৪০ নম্বর)।

(৩) বিশেষ আকর্ষণ : - উপরোক্ত পাঁচটি গ্রুপের প্রত্যেক গ্রুপে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদিগকে আসন্ন বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সালানা জলসার সময় বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হইবে। এতদ্ব্যতীত শতকরা কমপক্ষে ৪০ নম্বর পাইয়া যাঁহারা এই পরীক্ষায় পাশ করিবেন, তাঁহাদিগকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হইবে।

(৪) নিয়মাবলী :

ক। জামাতের প্রেসিডেন্ট এবং মুরুব্বী অথবা মুয়াল্লেম সাহেব নির্দিষ্ট তারিখে পরীক্ষা গ্রহণ করত: পরীক্ষার খাতা-পত্র ঢাকায় পাঠাইয়া দিবেন।

খ। পরীক্ষা চলা কালে কোন পরীক্ষার্থী কোন পুস্তক বা নোটের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

গ। অন্যান্য নিয়মাবলী প্রশ্নপত্রে উল্লেখ করা থাকিবে।

(৫) সকল জামাত এবং মজলিসের সদস্য ভাই ও বোনদেরকে এই তালিমী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানানো যাইতেছে।

—সেক্রেটারী তালিম, বাংলাদেশ আঃ আঃ

মোহতরম জনাব প্রেসিডেন্ট/মুরব্বী/মোয়াল্লেম সাহেব

আস্‌সালামু আলাইকুম,

উপরোক্ত কর্মসূচী অনুযায়ী তালিমী পরীক্ষা (ফেব্রুয়ারী) ১৯৭৯ যাহাতে সাফল্যের সংগে অনুষ্ঠিত হইতে পারে, তজ্জন্য এখন হইতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো যাইতেছে। খাকসার—

মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

তারিখ, ঢাকা ১৫/১/৭৯ইং সেক্রেটারী তালিম, বাংলাদেশ আঃ আঃ

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

তালিমী পরীক্ষা (ফেব্রুয়ারী) ১৯৭৯ইং

"কিশতিয়ে নূহ" পুস্তক : (লাজনা ও এমাউল্লাহ-এর জন্য)

১। "কিশতিয়ে নূহ" পুস্তকটির নামকরণের তাৎপর্য বর্ণনা করুন।

২। "তোমার চারি প্রাচীরের আভ্যন্তরীণ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই রক্ষা করিব"—ব্যাখ্যা করুন।

৩। "জানা উচিৎ যে কেবল মৌখিক বয়াতের কোন মূল্য নাই, যে পর্যন্ত না মানুষ দৃঢ় চিত্ততার সহিত উহার শর্ত সমূহকে জীবনে পূর্ণরূপে রূপায়িত করিয়া তুলে।" ব্যাখ্যা করুন।

৪। "হযরত ঈসা ইবনে মরীয়ম (আঃ)-এর মৃত্যু ঘটিয়াছে এবং কাশ্মীরের শ্রীনগর শহরে খানইয়ার মহল্লায় তাঁহার সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে"—এই উক্তির সমর্থনে কয়েকটি প্রমাণ পেশ করুন।

৫। "তোমাদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ্-তায়ালা তিনটি জিনিস দিয়াছেন।" এই তিনটি জিনিস কি কি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

৬। পাবত্র কুরআন ও ইঞ্জিলের শিক্ষার পার্থক্য বর্ণনার উদ্দেশ্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করুন।

৭। ফেরেশতা সংক্রান্ত বিধান এবং মানব সংক্রান্ত বিধানের মধ্যে কি কি পার্থক্য রহিয়াছে ?

৮। "সুরা ফাতেহায় যে শুধু শিক্ষাই রহিয়াছে, তাহা নহে, বরং ইহাতে এক মহা ভবিষ্যদ্বাণীও রহিয়াছে"—আলোচনা করুন।

৯। 'নাজাত' বা মুক্তি লাভের প্রকৃত পথ কি বর্ণনা করুন।

১০। "লা ইকরাহা ফিদ্দীন"-এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

১১। টীকা লিখুন : (১) পিলাত ও কাপ্তান ডগলাস (২) সর্দার কাহেন এবং মৌলবী মোহাম্মদ হুসেন বাটালবী (৩) 'একীন ও 'নাজাত'।

১২। নামাযের তাৎপর্য ও তত্ত্ব বর্ণনা করুন।

"ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আহ্বান" পুস্তক :

১৩। বর্তমান যুগে সংস্কারক আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পবিত্র কুরআন ও হাদিস হইতে প্রমাণ পেশ করুন।

১৪। 'তকমীলে এশায়াতে হেদায়ত' বলিতে কি বুঝায় ব্যাখ্যা করুন।

১৫। মুসায়ী মসীহ ও মুহাম্মদী মসীহ (আঃ)-এর মধ্যস্থিত সাদৃশ্যাবলী উল্লেখ করুন।

১৬। 'ইয়াকসুরুস সলীব' এবং 'ইয়াযাউল হারব"—এর মূল তাৎপর্য কি?

১৭। প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আ:)-এর সত্যতার ৫টি প্রমাণ উল্লেখ করুন।

১৮। একই রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ সংক্রান্ত হাদিসটির ব্যাখ্যা লিখুন।

"খ্রীষ্টান সিরাজুদ্দিনের চারটি প্রশ্নের উত্তর" পুস্তক: (মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার জন্য:)

১। পাপ হইতে পরিত্রাণের তিনটি পদ্ধতি হইল—প্রেম, 'এস্তেগফার" এবং 'তওবা'। প্রচলিত খৃষ্টধর্মের প্রেক্ষিতে বিষয়টি আলোচনা করুন।

২। প্রায়শ্চিত্তবাদের মর্মকথা কি? কিভাবে হযরত মসীহ মওউদ (আ:) ইহার অসারতা প্রমাণ করিয়াছেন?

৩। "কোন পবিত্র জীবন স্বর্গীয় সাক্ষ্য ব্যতিরেকে প্রমাণিত হইতে পারে না।" ব্যাখ্যা করুন।

৪। শরীয়ত দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত: (১) আল্লাহর হক এবং (২) বান্দার হক। আলোচনা করুন।

৫। "যীশু ক্রুশে প্রাণত্যাগ করেন নাই, এজন্য তিনি অভিশপ্ত হন নাই.....তাঁহার স্বাভাবিক মৃত্যু হইয়াছিল।" আলোচনা করুন।

৬। 'তৌহীদ, সম্বন্ধে পবিত্র কুরআন এবং তৌরীতের শিক্ষার তুলনা করুন।

৭। "ইসলাম তৌহীদ স্বীকার করাইবার জন্য ইহুদীদের সহিত যুদ্ধ, বিগ্রহ করে নাই, বরং ইসলামের বিরুদ্ধবাদীগণ নিজেরা নানা উপদ্রব দ্বারা যুদ্ধ, বিগ্রহের কারণ ঘটাইয়াছিল। —ঐতিহাসিকভাবে এই উক্তির তাৎপর্য বর্ণনা করুন।

৮। ইসলামী কলেমা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" এর তাৎপর্য বর্ণনা করুন

৯। খোদার প্রতি মানুষের প্রেম, মানুষের প্রতি খোদার প্রেম এবং মানুষের সহানুভূতি—এই তিনটি বিষয়ে ইসলামী শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করুন।

১০। 'বস্তুত: খৃষ্টানগণ যে বিশ্রাম লাভ করিয়াছে তাহা উচ্ছৃঙ্খলতা ও যথেচ্ছা, চারিতা মূলক বিশ্রাম'—আলোচনা করুন।

ইসলামী ইবাদত পুস্তক:

১১। অর্থসহ মুখস্ত লিখুন—দোওয়া কুনুত এবং জুমার দ্বিতীয় খোতবা।

১২। নামাযের তাৎপর্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।

১৩। নামাযের কয়েকটি 'আদব' উল্লেখ করুন।

১৪। যাকাতের গুরুত্ব সম্বন্ধে দুইটি 'আয়াত' অর্থসহ লিখুন এবং যাকাতের সাধারণ নিয়মগুলি লিখুন।

১৫। ইসলামী অর্থনীতির মূল বিষয়গুলি সংক্ষেপে লিখুন।

১৬। রোযার উদ্দেশ্য ও উপকারিতা সম্বন্ধে সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।

১৭। হজ্ব পালন করা কাহাদের জন্য বাধ্যতামূলক? হজ্বের মধ্যে যে সকল অনুষ্ঠান রহিয়াছে সেগুলি কি কি?

১৮। হজের উদ্দেশ্য ও শিক্ষা সম্বন্ধে সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।

১৯। আল্লাহ্-তায়ালার অস্তিত্বের যুক্তিভিত্তিক যে কোন পাঁচটি প্রমাণ পেশ করুন। 'আইনুল একীন' ও 'হাক্কুল একীন' কি?

২০। সত্য ইসলামের কয়েকটি সুস্পষ্ট লক্ষণ বর্ণনা করুন।

২১। টিকা লিখুন: ১) ফেরেস্তা আদম ও জীন, (২) ইবলিস ও শয়তান।

২২। কুরআন করীমের শ্রেষ্ঠত্বের কয়েকটি প্রমাণ পেশ করুন।

২৩। 'ইন্নাকা লাআলা খুলুকীন আজীম—ব্যাখ্যা করুন।

২৪। 'পরকাল সম্বন্ধে তিনটি মৌলিক কথা কি কি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

২২। দোযখের সাতটি দরজা থাকার তাৎপর্য কি?

২৬। জান্নাত চিরস্থায়ী এবং দোযখ অস্থায়ী হওয়ার তাৎপর্য কি লিখুন।

২৭। (ক) মেরাজ ও 'ইসরা'—এর পার্থক্য কি? (খ) ফিকাহ শাস্ত্র বলিতে কি বুঝায়?

২৮ (ক) হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর যে কোন তিনটি ইলহাম অর্থসহ লিখুন খ। হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর কয়েকটি বিশেষ তাহরীকের নাম লিখুন।

"আমাদের শিক্ষা" পুস্তক: নাসেরাত ও আতফালের জন্য:

১। "জগদ্বাসী তাহাদের সম্পদ এবং বন্ধু-বান্ধবদের উপর খোদাকে স্থান দেয় না, কিন্তু তোমরা তাঁহাকে সকলের উপর স্থান দাও।" এ কথা কে বলিয়াছেন? ইহার অর্থ কি?

২। "যাহারা পবিত্র কুরআনকে সম্মান করিবে তাহারা আকাশে সম্মান লাভ করিবে।" —ব্যাখ্যা কর।

৩। টীকা লিখ:—১। মুহাম্মদী মসীহ, মুসায়ী মসীহ, ২। খাতামাল আম্বিয়া, ও খাতামাল খোলাফাত ৩। একীন।"

৪। বাহ্যিক বয়েত এবং প্রকৃত বয়েতের মধ্যে পার্থক্য কি—দৃষ্টান্ত দ্বারা বর্ণনা কর।

৫। "খোদা আমাদের সকল প্রচেষ্টার মূল"—ব্যাখ্যা কর।

৬। 'আল খায়রুল্লু কুহু কিল কুরআন—ব্যাখ্যা কর।

৭। হেদয়েত লাভের তিনটি উপায় কি কি? প্রত্যেকটি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা লিখ।

৮। পাপ হইতে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় কি বর্ণনা কর।

৯। নামায কি? নামাযের উপকারিতা বর্ণনা কর।

১০। 'ধর্মে বল—প্রয়োগ নাই'—পবিত্র কুরআনের এই উক্তির আলোকে ইসলামী যুদ্ধের তিনটি কারণ বর্ণনা কর।

"আহমদীয়াতের পয়গাম "পুস্তক'

১১। ইসলাম ব্যতিত আর কোন ধর্মেরই কলেমা নাই।" —ব্যাখ্যা কর।

১২। টিকা লিখ :—খতমে নবুওত, মোজেযা, নাজাত, হাদীস ও কেকাহ, তকদীর, জেহাদ।

১৩। স্বতন্ত্র জামাত কেন?—এই প্রশ্নের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ হইতে কিভাবে উত্তর দেওয়া যাইতে পারে?

১৪। নামায, যাকাত, রোযা এবং হজ্ব—এই বিষয়গুলির প্রত্যেকটির মূল উদ্দেশ্য কি?

১৫। প্রকৃত মুসলমানের বৈশিষ্ট কি? কিভাবে সেই সকল বৈশিষ্টের অধিকারী হওয়া সম্ভব?

মজলিসে আনসারুল্লহ-এর জন্য :

"আল-ওসিয়ত" পুস্তক :

১। "দশমাংশ নিম্নতম পরিমাণ"—(পৃঃ ৫১) ব্যাখ্যা করুন।

২। "আর্থিক কোরবানী বিবর্জিত অসিয়ত আল-ওসিয়ত পুস্তিকার মর্মবিরুদ্ধ।" —পৃঃ ৫০ ব্যাখ্যা করুন।

৩। আল-ওসিয়ত পুস্তিকা সম্বন্ধে প্রযোজনীয় ২০টি শর্ত বর্ণনা করুন : পৃঃ-৩৮-৪২

৪। তিনটি মাত্র শর্ত। তাহা সকলকেই পালন করিতে হইবে।" এই শর্ত তিনটি কি কি? পৃঃ ২৯-৩২

৫। "অবশ্য উম্মতি ও নবী এই উভয় শব্দ সম্মিলিতভাবে তৎপ্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে।" পৃঃ ১৭—পূর্বাপর সংগতি রাখিয়া ব্যাখ্যা করুন।

৬। 'কুদরতে সানিয়া' বলিতে কি বুঝায়। বিশদ ব্যাখ্যা করুন।

৭। 'এই বীজ বর্ধিত হইবে, পুষ্প প্রদান করিবে, ইহার শাখা প্রশাখা সর্বদিকে প্রসারিত হইবে এবং ইহা মহামহীরূহে পরিণত হইবে।' ব্যাখ্যা করুন। পৃঃ ১৩

৮। 'প্রত্যেক দেশে সমবেতভাবে প্রার্থনা করিতে থাকিবে, যেন দ্বিতীয় কুদরত স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হয়, এবং তোমাদিগকে দেখান যে, তোমাদের খোদা অতি শক্তিমান খোদা।" এই কুদরত কি অবতীর্ণ হইয়াছে? ইহার বিকাশ কে কে?

বি : দ্র :—'ইসলামী নীতি-দর্শন' পুস্তকের উপর ইতিপূর্বে কয়েকবার যে সকল সম্ভাব্য প্রশ্ন দেওয়া হইয়াছে সেগুলি দেখুন।

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

অক্টোবর ১৯৭৮ অনুষ্ঠিত তালিমী পরীক্ষার ফল

বিঃ দ্রঃ—শুধু যাহারা কমপক্ষে পাশ নম্বর, অর্থাৎ—কমপক্ষে ৪০ নম্বর পাইয়াছেন তাঁহাদের নাম ও প্রাপ্য নম্বর নীচে দেওয়া হইল :—

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

খোদ্দাম, আনসার ও লাজনা

বিষয়ঃ (ক) "ইসলামী নীতি-দর্শন"

সুন্দরবন জামাত :

১।	এস, এম, মুহিবুল্লাহ্	৬২
২।	জি, এম, মতিয়ার রহমান	৪৮
৩।	মোঃ আবু কাওছার	৬৪
৪।	মোঃ আঃ সাদেক	৫৮
৫।	মোঃ রেজাউল করিম	৫৪
৬।	জি, এম, আবু দাউদ	৪০
৭।	মোঃ আবদুল মজিদ	৪৬
৮।	জি, এম, এ, হাসেম	৬২
৯।	মোঃ ফরিদ উদ্দিন	৬৬
১০।	মোঃ আবদুল মাজেদ	৬৩
১১।	মোঃ জিন্নাত আলী	৭২
১২।	মোঃ শহিদুল্লাহ্ সরদার	৬৬
১৩।	মোঃ ইউনুছ আলী	৬৬
১৪।	মোঃ আবু মোসলেম গাজী	৫৮
১৫।	মোঃ ইমান আলী মোড়ল	৫৬
১৬।	জি, এম, নূর ইসলাম	৬৫
১৭।	হামিদা বানু বেগম	৬৬
১৮।	রুবী দাউদ	৬৩
১৯।	আনোয়ারা পারভীন	৬৫
২০।	মোঃ আবু সৈয়দ	৫৪
২১।	জালাল উদ্দিন আহমদ	৪০
২২।	মোঃ আবদুল ওয়াজেদ	৬০
২৩।	শেখ জোনাব আলী	৭৫
২৪।	শেখ সফিরদ্দিন	৭৩
২৫।	মোঃ সহর আলী মণ্ডল	৬৫

বিষয় : 'ইসলামী নীনিদর্শন

খুলনা জামাত :

১।	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	৬৮
২।	জুলফিকার সফিকুল ইসলাম	৫৮
৩।	তাছলিমা আজিজ	৬৮
৪।	মোঃ রেজাউল করিম	৭৫
৫।	মোঃ শামছুর রহমান	৭৮
৬।	মোঃ জিয়াদ আলী	৮০
৭।	শাহ্ মাহমুদ জাকির	৮৪
৮।	মোঃ আব্দুল আজীজ	৭৬

বিষয় : ওফাতে ঈসা

খুলনা জামাত :

১।	আহসান জামীল	৪৫
২।	হাসিন আহসান	৪০
৩।	জাভেদ মাফজুল ইসলাম (তরুন)	৫০

(খ) বিষয় :— "ওফাতে ঈসা"

আতফাল ও নাসেরাত

ঢাকা জামাত :

১। মোঃ ইব্রাহিম খলিল ভুইয়া ৫০
২। মোঃ আশরাফ উদ্দিন খন্দকার ৫০

তেজগাঁও জামাত :

১। মোঃ মাকসুদুল হক ৫০
২। মোঃ রফিকুর রহমান ৪০
৩। এহসান-উল আলিম ৪৫
৪। কামরুনেসা রুহী ৬০
৫। নিয়াজ মোহাম্মদ নাজমুল হক ২৭
৬। মোঃ মাকসুদুল হক ৭৩
৭। মোঃ এজাজুল হক ৪৬

তালুকপাড়া জামাত : (কুমিল্লা)

১। রাহেনারা বেগম ৭১
২। মোঃ আবুল হোসেন ৭২

নন্দনপুর জামাত (কুমিল্লা) :

১। মোঃ সেলিম মিয়া ৫২
২। মোঃ বসিরুল হক ৫০
৩। মোঃ নাসিরুল হক ৬২
৪। নাজমা বেগম ৭৯
৫। মোঃ আব্দুস সালাম ৮৪

আতফাল ও নাসেরাত

সুন্দরবন জামাত :

১। রিজিয়া পারভীন ৬৩
২। মোঃ আখতার হোসেন ৫৬
৩। শেখ ছকির উদ্দিন আহমদ ৬৪
৪। মোঃ আবু মোস্তফা ৬০
৫। মজনুর রহমান ৫৯
৬। ছারফুন নাহার ৬২
৭। হোসনেয়ারা ৬৭
৮। শিরিন পারভীন ৬৭
৯। মোঃ শাহিন ইসলাম ৫৬
১০। বেগম মোমেনা খাতুন ৬০
১১। আসালতা পারভীন ৬৫
১২। মনোয়ারা ৬৬
১৩। মোঃ আবু আহমদ (খোকন) ৫৪
১৪। অজিবন নাহার ৬৫
১৫। শেখ আব্দুল কাইউম ৬০
১৬। শেখ মিজানুর রহমান ৪৬
১৭। শেখ মাগফুর রহমান ৪৭
১৯। জি, এম, আবু সৈয়দ ৫৪

নাসিরাবাদ জামাত (কুষ্টিয়া)

১। মোহাম্মদ মামুন-আর রশীদ ৫০
২। মোঃ মমিনুর রহমান ৪৪
৩। মোঃ মিজানুর রহমান ৪৫
৪। ইনাম আহমেদ ৪৪
৫। মোঃ রুহুল আমীন ৪০

আহমদ নগর—জামাত

১। মোঃ হকিব হোসেন ৭২
২। মুহাম্মদ মুন্তালিব হুসাইন ৭৩
৩। হাসিনা বেগম ৬০
৪। দোলেনা বেগম ৫৪
৫। সামছুন নাহার ৫৪
৬। মাজিদা বেগম ৪৮
৭। বসির উদ্দীন আহমদ ৬০
৮। বুশরা বেগম ৬০
৯। ফুরকান বেগম ৬২
১০। শাহিনা বেগম ৬৬
১১। কামরুল ইসলাম ৬৫
১২। মোঃ ইয়াকুব আলী ৬৯
১৩। এনামুল হক ৫৭
১৪। পারুল ৬৫
১৫। শাব্বির হোসেন ৬২
১৬। মোবারাকা বেগম ৫৮
১৭। সিদ্দিক আহমদ ৫০
১৮। সুলতান আলী ৬০
১৯। শরীফ আহমদ ৬০
২০। সাদেকা বেগম ৪৪
২১। আয়েশা খাতুন ৪০
২২। বিলকিস বেগম ৪৩

(সমাপ্ত)

ময়মনসিংহ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার 'দ্বিতীয় বার্ষিক ইজতেমা' সফলতার সহিত অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্-তায়ালার ফজলে সার্বিক বৈশিষ্ট্য ও পূর্ণ সফলতার সাহত গত ২১/১/৭৯ তারিখ রোজ রবিবার আকুয়াস্থ আহমদীয়া মসজিদে ময়মনসিংহ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়র দ্বিতীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। 'ইহাতে ঢাকা হইতে সর্বজনাব ওবায়দুর রহমান ভূঞা সাহেব (নাজেমে আলা), জনাব এ, কে, রেজাউল করিম সাহেব (বিভাগীয় কায়েদ) এবং আব্দুল জলিল সাহেব (কেন্দ্রীয় মোতামাদ) অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাজ্জুদ নামাজ হইতে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। উদ্বোধন করেন জনাব এ, কে রেজাউল করিম সাহেব (বিভাগীয় কায়েদ)। রিপোর্ট পেশ করেন জনাব মোঃ আব্দুল বাতেন মোতামাদ। তারপর বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ ওবায়দুর রহমান ভূঞা সাহেব, অধ্যক্ষ আজহার আলী খাঁন সাহেব এবং আব্দুল জলিল সাহেব যথাক্রমে তরবীয়তের গুরুত্ব, ধূমপান ও সিনেমার অপকারিতা এবং আহমদী জমাতের প্রকৃত শিক্ষার উপর। তৎপর খোদ্দাম ও আতফালের পরীক্ষা গ্রহণ করেন অধ্যাপক আমীর হোসেন সাহেব।

দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় বেলা ২,০০ঘটিকায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন হজরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর জীবনাদর্শ, খোদ্দামুল আহমদীয়ার দায়িত্ব ও কর্তব্য তরবীয়তে আওলাদ এবং হযরত রসুলে করীম (দঃ)-এর জীবনাদর্শ বিষয়ে আলোচনা করেন যথাক্রমে অধ্যাপক আমীর হোসেন সাহেব, মোঃ আব্দুল বাতেন সাহেব, জনাব বদিউজ্জামান ভূঞা সাহেব এবং আল-হাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব।

শোকরীয়া আদায় করেন স্থানীয় কায়েদ জনাব মোহাম্মদ সাদেক সাহেব। তৎপর সভাপতির ভাষণ দান করেন মোঃ ওবায়দুর রহমান ভূঞা সাহেব এবং দোওয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি ঘটে।

খোদ্দাম ছাড়াও বেশ কিছু আনছার, আতফাল এবং গায়ের আহমদী ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে সকালে নাস্তা এবং দুপুরে উন্নতমানের খাবার সরবরাহ করা হয়।

—কায়েদ খোঃ আঃ আঃ (ময়মনসিংহ)

—০—

ভুল-সংশোধন

(পাক্ষিক আহ্‌মদী) ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৮ইং সংখ্যায় :—

জুমার খোৎবা—১০ পৃঃ নীচ হইতে উপরে ৭ম ছত্রে আছে : : 'আমরা হে খোদার আজ্ঞাবহ' 'হে' কাটিয়া ফেলিতে হইবে। ভুল ছাপা হইয়াছে।

ঐ ১৪ পৃঃ ১ম ছত্রে "অমুক ধারণা উৎপত্তি হওয়ার" পর 'দেন নাই' বাদ পড়িয়াছে। লিখিয়া নিতে হইবে।

১৫ই জানুয়ারী ১৯৭৯ ইং সংখ্যায় :—

৩ পৃঃ নবীগণের পদমর্যাদা চিত্রে—চতুর্থ আকাশ ঘরে 'ইব্রাহীম আলাহেস্ সালাম' ভুল ছাপা হইয়াছে। তদস্থলে 'ইদ্রিস আলাইহেস্ সালাম' হইবে। শুদ্ধ করিয়া লউন।

৫পৃঃ ১৯ ছত্র : 'আয়েশা রাজিয়াল্লাহু-তায়ালা আন্‌হু' আছে। 'আন্‌হু' স্থলে 'আন্‌হা' হইবে।

১৬ পৃঃ ৩য় অনুচ্ছেদ ৯ ছত্রে "সেই মেয়াদ ১৯০০ ইং সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত দাঁড়ায়" ছাপা হইয়াছে। '১৯০২ ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর' মুদ্রিত হওয়ার ছিল। শুদ্ধ করিয়া লইবেন।

—'রাব্বগ্‌ফির ওয়ার্হাম'—

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী পরিকল্পনার রূহানী কর্ম-সূচী

শতবার্ষিকী আহ্‌মদীয়া জুবিলীর বিশ্বব্যাপী রূহানী পরিকল্পনা সফলতার উদ্দেশ্যে সৈয়দেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) জামায়াতের সামনে দোওয়া এবং ইবাদতের যে এই বিশেষ কর্ম-সূচী রাখিয়াছেন, উহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) জামায়াতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রথম শতবার্ষিকী পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ১৮০ মাস পর্যন্ত প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সোম বা বৃহস্পতিবারের কোন এক দিন জামায়াতের সকলে নফল রোযা রাখুন।

(২) এশার নামাযের পর হইতে ফজর নামাযের আগ পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেক দিন ২ রাকায়াত নফল নামায পড়িয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য দোয়া করুন।

(৩) কমপক্ষে সাত বার সূরা ফাতিহা গভীর মনোনিবেশ সহ পাঠ করুন।

(৪) নিম্নলিখিত দোওয়া নির্ধারিত সংখ্যায় পাঠ করুন :—

(ক) "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলে মুহাম্মাদ" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ পবিত্র ও নির্দোষ এবং তিনি তাঁহার সার্বিক প্রশংসা সহ বিরাজমান। তিনি পবিত্র, মহান। হে আল্লাহ, মোহাম্মদ এবং তাঁহার বংশধর ও অনুগামীগণের উপর বিশেষ কল্যাণ বর্ষণ কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(খ) "আসতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি যামবিউ ওয়া আতুবু ইলাইহি" অর্থাৎ, "আমি আমার রব আল্লাহ্‌র নিকট আমার সকল পাপের ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং তাঁহার নিকট তৌবা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(গ) "রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন" অর্থাৎ, "হে আমার রব, আমাদিগকে পূর্ণ ধৈর্য দান কর এবং আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং আমাদিগকে অবিশ্বাসী দলের মোকাবিলায় সাহায্য ও সফলতা দান কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঘ) "আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম" অর্থাৎ, "হে আল্লাহ, আমরা তোমাকে তাহাদের অন্তরে বা মোকাবিলায় রাখি, (যাগতে তুমি তাহাদের মনে ভীতি সঞ্চার কর বা তাহাদিগকে বিরত রাখ) এবং আমরা তাহাদের দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট হইতে তোমারই আশ্রয় ভিক্ষা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঙ) "হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মাউলা ওয়া নি'মান নাসির" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি উত্তম কার্যনির্বাহক, তিনিই উত্তম প্রভু ও অভিভাবক এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

(চ) "ইয়া হাফিযু ইয়া আযিযু ইয়া রাফিকু, রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বি ফাহ্‌ফাযনা ওয়ানসুরনা ওয়ারহামনা" অর্থাৎ, "হে হেফাযতকারী, হে পরাক্রমশালী, হে বন্ধু, হে রব, প্রত্যেক জিনিষ তোমার অনুগত ও সেবক, সুতরাং আমাদিগকে রক্ষা কর, সাহায্য কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

31 st January 1979 THE AHMADI Regd. No. DA—12

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে [illegible]ওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman e-Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca -1
Phone No. 283635
Editor : *A. H. Muhammad Ali Anwor*